সংবাদ

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা

ফুটপাতের বই থেকে প্রশ্ন করার তথ্য দেন এক অধ্যাপক

— শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষার্থী বাছাইয়ে ফুটপাত থেকে অখ্যাত লেখকদের বই কিনে তা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করার তথ্য ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের একজন অধ্যাপক দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

তিনি গতকাল সচিবালয়ে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান। গত ২৬ অক্টোবর সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'একজন শিক্ষক বলেছেন, নীলক্ষেতের ভর্তি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

ভর্তি : পরীক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ফুটপাতে অনেক বই বিক্রি হয়– গান, জারি, নাচ, ছড়া, কবিতা নানান ধরনের বই। তারা (ঢাবি) নিজেরাও দেখেন না এসব বই, ওইসব জায়গা থেকে তারা কয়েকটি বই তুলে নিয়ে আসেন। এরপর প্রশ্নের (ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন) মধ্যে তুলে দেন ওই বইয়ের লেখক কে? যা তারাও জানেন না। কেন দেন? তাদের তো উদ্দেশ্য পাস ফেল না। উদ্দেশ্য হলো ৩৯ জনকে বাদ দেয়া এবং একজনকে রাখা। সেই হিসেবে এটা পাস ফেলের প্রশ্ন নয়, এতে বিভ্রান্তি হচ্ছে।'

পরে গত ২৮ অক্টোবর ঢাবির উপাচার্য প্রফেসর আআমস আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষামন্ত্রীর এ বক্তব্যের সত্যতা নেই দাবি করে বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী কার কাছে বা কোন শিক্ষকের কাছে এমন অসত্য তথ্য শুনেছেন, তা স্পষ্ট করেননি। আমরা একজন শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা অর্জনের যোগ্যতা যাচাই করি। আমরা যে প্রশ্ন করি তা টেক্সবুক থেকে করা হয়।'

ঢাবি উপাচার্যের এ বক্তব্যের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকরা শিক্ষা পরিবারের মাথার মণি, শিক্ষার প্রাণ। তারা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তারা যাই বলবেন আমরা সেটার মূল্য দেব, গুরুত্ব দেব এবং আমরা সেটাকে বিবেচনা করব। আমি তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যে তারা এটা বলেছেন। আরও ভালো করে বলতে পারেন, আমাকে ডেকে নিয়ে বলতে পারেন, এখানে এসে বলতে পারেন।' মন্ত্রী বলেন, 'তারা পয়েন্টটার ওপর বলেছেন সেটা আমার উদাহরণের খণ্ডিত একটা অংশ মাত্র। পুরো বক্তব্য তো নয়ই, এমনকি পুরো উদাহরণটাও নয়। আমি বলেছিলাম আমাদের এখানে কথা চালু হয়ে যাচ্ছে– বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সবাই ফেল করে বা বেশির ভাগ ফেল করে। এটা পাস ফেলের প্রশ্ন নয়, পাস ফেলের প্রশ্ন এসএসসি-এইচএসসি। এখানে তার ভাষা, ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা, সৃজনশীলভাবে সে জিনিসটা লিখতে পারছে কিনা, তার গণিত, তার বিজ্ঞান, তার ইতিহাস– সবকিছু নিয়েই মূল্যায়ন করে পরীক্ষা হচ্ছে।'